ইসলামে

নারীর মর্যাদা

20-July-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি একশবার দরূদ পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা কপটতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মু'জাম আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭৩৫)

উন পর দুরূদ জিন কো কাসে বেকাসাঁ কাহেঁ,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে।

চরণটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমাদের প্রিয় **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল এবং **তাঁর** সকল উদাসীনদেরও সংবাদ রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম শুধুমাত্র কিছু আকিদা ও ফরয আদায়ের নাম নয়, বরং ইসলাম তো মানুষকে জীবন অতিবাহিত করার সোনালী মূলনীতি শিক্ষা দেয় এবং তাদের অন্ধকার থেকে বের করে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে দেয়, মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই যে, যা সম্পর্কে ইসলাম পথ-নির্দেশনা দেয়নি, ইসলাম যেমন একে অপরের অধিকার বর্ণনা করেছে, তেমনি ইসলামের পূর্বে সমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের আবর্তে পতিত নারীদেরকে অত্যাচার ও নিপীড়নের চোরাবালি থেকে বের করে সর্বপ্রকার জায়িয অধিকার প্রদান করেছে, যা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হতো, মোটকথা ইসলামই নারীদেরকে সম্মানের মুকুট পরিধান

www.dawateislami.net

করিয়ে তাদেরকে সমাজে সেই সত্যিকার মর্যাদা দিয়েছে, যার কল্পনাও ইসলামের পূর্বে অর্থাৎ জাহেলিয়্যতের যুগে নারীদের চিন্তা চেতনাতেই ছিলো না।

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নদী প্রবাহিত করে দিলেন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"ফারুকে আযমের কারামত"** এ একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন: "যখন মিশর বিজয় হয়, তখন একদিন মিসরের অধিবাসীরা (তৎকালীন গভর্ণর) হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট আরয করলেন: "হে আমীর! আমাদের নীল নদের একটা রীতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পালন করা না হয়, নদী প্রবাহিত হয় না।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "সেটা কী?" তারা বললো: "আমরা একজন কুমারী মহিলাকে তাদের পিতা-মাতা থেকে নিয়ে উন্নত পোষাক ও মনোরম অলংকার দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি।" হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: 'ইসলামে কখনো এমন হতে পারে না, বরং ইসলাম প্রাচীন কালের সব কু-প্রথা ও কুসংস্কার রহিত করেছে। অতঃপর তিনি সে কু-প্রথাটি বন্ধ করে দেন আর এদিকে নীল নদের পানির স্রোত কমে যেতে লাগলো। এমন কি মানুষেরা সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এটা দেখে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খিদমতে সমস্ত ঘটনা লিখে (একটি চিঠি) প্রেরণ করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর উত্তরে লিখেন: তুমি সঠিক কাজ করেছ নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন কু-প্রথাকে রহিত করেছে। আমার এ চিঠির মধ্যে একটি চিরকুট আছে, সেটা নীল নদে নিক্ষেপ করবে। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট যখন আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর চিঠিটি এসে পৌঁছলো, তখন তিনি সে চিরকুটটি এই চিঠির মধ্য থেকে বের করলেন, আর তাতে লিখা ছিলো: "(হে নীল নদ!) যদি তুমি নিজ থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে প্রবাহিত হয়ো না আর যদি **আল্লাহ্ তাআলা** (তোমাকে) প্রবাহিত করে, তবে আমি দয়ালু **আল্লাহ্**র নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেদেন।" হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এই চিরকুটটি নীল নদে নিক্ষেপ করলেন, এক রাতেই ষোল গজ পানি বেড়ে গেলো আর এই কু-প্রথা মিশর থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলো।"

(ফারুকে আযমের কারামত, ১২ পৃষ্ঠা। আল আযমাতু লিআবি শায়খ আল আছবাহানী, ৩১৮ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৯৪০)

www.dawateislami.net

চাহে তো ইশারোঁ সে আপনে, কায়া হি পলট দেয় দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খেদমত গারোঁ কি, সরদার কা আলম কিয়া হোগা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর শাসন ক্ষমতার নিশান নদীর পানির উপরও তরঙ্গায়িত ছিল আর নদীর স্রোত ও তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ অবাধ্য হতো না। এটাও জানা গেলো, কায়েনাতের অস্তিত্বে ইসলামী শিক্ষার নূর প্রসারের পূর্বে অনেক আশ্চার্যজনক শরীয়াত বিরোধী কু-প্রথা ও কুসংস্কার সমাজকে নিজের আবদ্ধ করে নিয়েছিলো, যেমন যখন নীল নদ শুকিয়ে যেতে লাগলো তখন মিশরবাসীরা এর এই বেদনাদায়ক সমাধান বের করলো যে, তারা প্রতি বছর একজন নির্দোষ যুবতিকে অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়ে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করতো এবং এই ভূল ধারনা প্রতিষ্ঠা করে নিতো যে, নীল নদকে প্রবাহিত রাখার জন্য এটি অনেক প্রয়োজন, নয়তো এটি শুকিয়ে যাবে, কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! নবুওয়তের দৃষ্টির ফয়েযপ্রাপ্ত ও বারগাহে রিসালাত থেকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর প্রতি যে, যখন তিনি এই অজ্ঞতাপূর্ণ কু-প্রথা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন নারীর অধিকার প্রদানের এই অগ্রদূত এবং ইসলামের প্রেমিকের ঈমানী চেতনা আন্দোলিত হলো আর তিনি তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মিশরবাসীদের এই ইসলাম বিরোধী নির্লজ্জ কু-প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং তা দ্রুত বন্ধ করে নারীর সম্মানকে সু-উচ্চ করেছেন আর তাদেরকে তাদের সত্যিকার মর্যাদা দেওয়াতে সেই মহান কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন যে, স্বয়ং মানবতারও তাঁর কারণে গর্বিত থাকবে।

যাই হোক, এটা তো সেই যুগ ছিলো যে, যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো, যদি আমরা ইসলামের পূর্বে অর্থাৎ জাহেলিয়্যতের যুগে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষণ করি তখন আমাদের সামনে এই বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে যাবে যে, তাদের উপর কৃত অত্যাচার ও নিপীড়ন সীমাতিক্রম করেছিলো। ইসলামের পূর্বে নারীদেরকে কিরূপ হৃদয় বিদারক বিপদের সম্মুখীন হতে হতো, আসুন! এসম্পর্কে শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে নারী

ইসলামের পূর্বে নারীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিলো, দুনিয়ায় নারীদের কোন সম্মান ও গুরুত্বই ছিলো না, পুরুষদের দৃষ্টিতে নারীরা তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের "খেলনা" ছাড়া এর চেয়ে বেশি তাদের কোন গুরুত্বই ছিলো না। নারীরা দিনরাত পুরুষের বিভিন্ন ধরণের খেদমত করতো, এমনকি পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করতো তাও পুরুষদের দিয়ে দিতো, কিন্তু অত্যাচারী পুরুষেরা তবুও এই নারীদের গুরুত্ব দিতো না বরং পশুর ন্যায় তাদেরকে মারতো, সামান্য কারণেই নারীদের কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গ কেটে দিতো এবং কখনো কখনো তো হত্যাও করে দিতো। পিতার মৃত্যুর পর সন্তান যেমনিভাবে পিতার জমি-জমা এবং ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তেমনিভাবে নিজের পিতার স্ত্রীদেরও মালিক হয়ে যেতো এবং এই নারীদের জোরকরে দাসী বানিয়ে রাখতো। নারীরা মাতা-পিতা, ভাই-বোন বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোন অংশ পেতো না, এমনকি নারীরা কোন জিনিসের মালিকও হতো না। আরবে অনেক সম্প্রদায়ে এরূপ নিপীড়ন মূলক প্রথা ছিলো যে, বিধবা হওয়ার পর নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে একটি ছোট আঁটসাঁটো ও অন্ধকার ঝুপড়ীতে এক বছর পর্যন্ত বন্দি করে রাখা হতো, সে ঝুপড়ী থেকে বের হতে পারতো না, না গোসল করতে পারতো, না পোষাক পরিবর্তন করতে পারতো, খাবার দাবার এবং নিজের সকল প্রয়োজনীয় কাজ এই ঝুপড়ীর মধ্যেই করতে হতো। অনেক নারী তো এতে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতো এবং যারা বেঁচে যেতো এক বছর পর তাদের পোষাকে উটের মলমুত্র ঢেলে দেয়া হতো এবং বাধ্য করা হতো যে, কোন পশুর শরীরের সাথে নিজের শরীরকে ঘষতে, অতঃপর পুরো শহর এই ময়লা পোষাকে চক্কর লাগানো হতো আর এদিক সেদিক উটের মলমুত্র ফেলতে ফেলতে যেতে থাকতো। এটি যেন এই বিষয়ের ঘোষণা হতো যে, এই মহিলার ইদ্দত শেষ হয়েছে। এমনিভাবে অপর একটি মন্দ প্রথা এটাও ছিলো যে, গরীব নারীদের জন্য বিপদাপদের পাহাড় হতো এবং বেচারীরা বিপদের প্রচন্ডতায় দমবন্ধ করে জীবনের দিন অতিবাহিত করতো। বছরের পর বছর পর্যন্ত এই অত্যাচার ও নিপীড়নে এই দুঃখী নারীরা নিজের অসহায়ত্বতায় বিড়বিড় করতো এবং অশ্রু বিসর্জন দিতো, কিন্তু দুনিয়ায় এই নারীদের আঘাতে মলম প্রদানকারী এবং তাদের চোখের পানি মোছার

www.dawateislami.net

মানুষ কেউ ছিলো না, দুনিয়ার কেউ তাদের দুঃখ দূর্দশার ফরিয়াদ শ্রবণকারী ছিলো না, কারো অন্তরে এই নারীদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহের চেতনা ছিলো না।

ইসলাম আবির্ভাবের পরে নারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের পূর্বে নারীদের উপর হওয়া অত্যাচার ও নিপীড়ন বন্ধ করতে **আল্লাহ্ তাআলা নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইসলামী বিধানাবলী দিয়ে পাঠিয়েছেন। **তাঁর** আগমনে পুরো পৃথিবীতে অসাধারন পরিবর্তন সাধিত হয় এবং অসহায় নারীদেরও দুঃখ দূর্দশা বন্ধ হয়ে গেলো। যখন আমাদের **আক্বা, দুঃখীদের অভয়দাতা ও মওলা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে **"ইসলাম ধর্ম"** নিয়ে আগমণ করেন, তখন দুনিয়া জুড়ে দূর্দশাগ্রস্থ নারীদের ভাগ্য নক্ষত্র জ্বলে উঠলো। ইসলামের কারণেই অত্যাচারী পুরুষদের অত্যাচার ও নিপীড়নে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া নারীদের মর্যাদা এরূপ উচ্চ ও উন্নত হয়েছে যে, ইবাদত ও সাধারণ অবস্থা বরং জীবন ও মরনের প্রতিটি পর্যায়ে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নারীদের সম্মানজনক মর্যাদা অর্জিত হয়েছে, পুরুষের ন্যায় নারীদের জন্যও অধিকার নির্ধারিত হয়েছে, তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র বিধানাবলী অবতীর্ন হয়েছে। নারীদের মালিকানার বিধান অর্জিত হয়েছে, নারীদেরকে নিজের মোহরানার টাকা, নিজের অলঙ্কারাদি, নিজের সম্পত্তির মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আপন মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তুতি এবং স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। মোটকথা সেই নারী যারা পুরুষের জুতার চেয়েও বেশি অপদস্থ ও অপমানিত এবং খুবই অসহায় ছিলো, তারা পুরুষের অন্তরের প্রশান্তি এবং তাদের ঘরের রাণী হয়ে গেলো, সুতরাং কোরআনে করীমে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে:

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ

(পারা: ২১, সূরা: রোম, আয়াত: ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।

www.dawateislami.net

এবার কোন পুরুষ, না কোন নারীকে মারতে পারবে, না তাদের ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে এবং না কেউ তাদের ধন-সম্পদ বা জমি-জমা ছিনিয়ে নিতে পারবে বরং প্রত্যেক পুরুষেরই ধর্মীয় ভাবে নারীর অধিকার আদায় করা আবশ্যক।

(জান্নাতী জেওর, ৩৯-৪২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ইসলাম এতই সুন্দর ধর্ম যে, যা দুনিয়ায় সর্বপ্রথম ক্রন্দনরত এই মজলুম নারীদের অশ্রুসিক্ত মস্তককে নিজের দয়াময় বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে নিয়েছে, তাদের ক্ষতগুলোতে স্নেহ ও ভালবাসার মলম লাগিয়েছে, তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের যাতাকলে পিষ্ট করার পরিবর্তে সমাজে সম্মানিত বানিয়েছে। মোটকথা ইসলামই নারীদের প্রতি চালিত নিপীড়নের দরজা সর্বদার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের সেই সকল জায়িয অধিকার আদায় করে দিয়েছে, যার অধিকারী তারা ছিলো, নিঃসন্দেহে নারীদের প্রতি ইসলামের মহান অনুগ্রহ যে, কিয়ামত পর্যন্ত যার কারণে মানবতা গর্বিত থাকবে।

মনে রাখবেন! নারীরা নিজের জীবনে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে, যেমন তারা কখনো কন্যা রূপে, কখনো বোন রূপে, কখনো স্ত্রী রূপে এবং কখনো মায়ের রূপে পরিলক্ষিত হয়। নারী চাই যে রূপেই হোক না কেন, যখনই তার সাথে কোনরূপ অন্যায় হয়েছে তখন ইসলাম তার চেতনা ও অনুভূতিকে সমান্যতমও আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেয়নি বরং অত্যাচার ও নিপীড়নের চোরাবালি থেকে বের করে এক নতুন জীবন দান করেছে, বিশেষ করে ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে বহুদিন থেকে প্রচলিত নিষ্ঠুর ও নির্মম কু-প্রথা এবং রীতি-নীতির অধ্যায় বন্ধ করা আর সমাজে তাদের একটি আলাদা মর্যাদা প্রদানে দ্বীনে ইসলামের কৃতিত্ব প্রশংসার দাবিদার। আসুন! ইসলামের পূর্বে ছোট ছোট কন্যা সন্তানদের সাথে হওয়া যন্ত্রণাদায়ক আচরণের হৃদয়বিদারক কাহিনী শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল কুড়িয়ে নিই।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে কন্যা সন্তানের অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের পূর্ব যুগে কন্যা সন্তানদের সাথে পশুর চাইতেও অধিক খারাপ আচরণ করা হতো, কখনোবা জন্ম হতেই তাদেরকে জীবিত

www.dawateislami.net

দাফন করে দেয়া হতো কেননা সেই অত্যাচারী সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জাজনক মনে করা হতো, অনেক সময় কোন ব্যক্তি যদি জানতো যে, লোকেরা যদি জানে যে, তার ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে, তবে সে অনেক দিন পর্যন্ত মানুষের সামনে আসতো না এবং ভাবতো, এ বিষয়ে কি করা যায়? অপমান সহ্য করে কি কন্যা সন্তানের লালন পালন করবে নাকি লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য নিজের কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে দাফন করে দেবে। যেমনটি ১৪ পারার সূরা নাহলের ৫৮ ও ৫৯ নয় আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیۡمٌ ﴿۵۸﴾ یَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَیُمۡسِكُهٗ عَلٰی هُوۡنٍ اَمۡ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحۡكُمُوۡنَ ﴿۵۹﴾

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যখন তাদের মধ্যে কাউকে কন্যা সন্তান হবার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সারাদিন তার মুখমন্ডল কালো থাকে এবং সে ক্রোধকে হজম করে। লোকদের নিকট থেকে আত্মগোপন করে বেড়ায় এ সুসংবাদের গ্লানি হেতু; তাকে কি লাঞ্ছনা সহকারে রাখবে কিংবা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? ওহে! তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করে।

কিন্তু সেই পাষাণ হৃদয় সমাজে এমন দয়ালু লোকও বিদ্যমান ছিলো যে, যারা কন্যা সন্তানের অসহায়ত্বে রক্ত অশ্রু প্রবাহিত করতো এবং যতটুকু সম্ভব কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতো, যেমন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর চাচাতো ভাই এবং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর পিতা যায়িদ বিন ওমর বিন নুফায়িল যখন জানতে পারলো যে, অমুকের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং সে তাকে জীবিত দাফন করতে চায়, তবে দৌঁড়ে তার কাছে যেতো এবং সেই কন্যা সন্তানের লালন পালন ও বিয়ের খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করতো এবং এমনিভাবে এই ফুটন্ত ফুলের কলিকে ফোটার পূবেই পেষণ করা থেকে বাঁচিয়ে নিতেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা সা'সাআ বিন নাজিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এরও এরূপ অভ্যাস ছিলো। যেমনিভাবে- তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি জাহেলিয়্যতের যুগে ৩৬০জন কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন হওয়া থেকে বাঁচিয়েছি এবং প্রত্যেকের পরিবর্তে দুটি করে দশ মাসের গর্ভবতী উট এবং একটি করে উট ফিদিয়া স্বরূপ তাদের পিতাদের দিয়েছি, আমি কি এই কাজের কোন প্রতিদান পাবো? তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই কাজের প্রতিদান তো তুমি পেয়ে গেছো। **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন এবং ঈমানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। (মু'জামুল কবীর, ৮/৭৭, হাদীস নং-৭৪১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ইসলামের পূর্বে এই সহজ সরল ফুলের কলিদের কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে পেষন করা হয়েছে, তাদের জন্য পৃথিবীকে ছোট করে দেয়া হয়েছে, তাদের কাছ থেকে জীবিত থাকার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং এই পাষাণ হৃদয়ের পিতারা এই ফুলের ন্যায় কন্যাদের যুগের নিন্দার ভয়ে নিজের হাতেই ধ্বংস করে দিতে কোনরূপ দ্বিধা করতো না, মোটকথা জাহেলিয়্যতের যুগে কন্যা সন্তানকে বংশের সম্মান নয় বরং অপয়ার নিদর্শন মনে করা হতো। আফসোস! এই উন্নত যুগেও জাহেলিয়্যতের অবস্থাকে জাগ্রতকারীর অভাব নেই, আজও অনেক মূর্খ মুসলমান এমনও রয়েছে, যারা কন্যা সন্তানদের ভালবাসা এবং স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করার পরিবর্তে কন্যা সন্তানের অস্তিত্বকেই ঘৃণা করে, এই বেচারীদেরকে জন্মের পূর্বে মায়ের পেটেই মেরে ফেলা হয় আর দুনিয়ায় আসা অনেক কন্যা সন্তানের মাকে সহ মৃত্যুর ঘুম পারিয়ে দেয়া হয় বা এই কন্যা সন্তানকে ময়লা আবর্জনায় ফেলে দেয়া হয়, যেখানে সেই ছোট্ট শিশুকন্যা কুকুর, বিড়াল ও চিল-কাকের খাবারে পরিনত হয় অথবা তাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সমর্পণ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এসব কিছু ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বেরই কারণ। যদি আমরা ইসলামী শিক্ষাকে নিরীক্ষণ করি তবে আমরা জানতে পারবো যে, ইসলাম কন্যা সন্তানের সাথে অসদাচারণ এবং অত্যাচার ও অনাচার করা থেকে বারণ করে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের লালন পালন করা এবং তাদের সাথে সদাচরণ করার কারণে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আসুন! এসম্পর্কে ৪টি **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

ইসলাম ধর্মে কন্যা সন্তানের অবস্থান ও মর্যাদা

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান হয় তবে সে যেন তাকে জীবিত দাফন না করে, তাকে নিকৃষ্ট মনে না করে এবং নিজের পুত্র সন্তানকে এর উপর প্রাধান্য না দেয় তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(আবু দাউদ, ৪/৪৩৫, হাদীস নং-৫১৪৬)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: কন্যা সন্তানদের মন্দ বলো না, আমিও কন্যা সন্তানের পিতা। নিশ্চয় কন্যা সন্তান তো অনেক ভালবাসা প্রদানকারীনি, দুঃখ নিবারনকারীনি এবং খুবই কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪১৫, হাদীস নং-৭৫৫৬)**

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি তিন জন কন্যা সন্তান বা বোনকে এভাবে লালন পালন করে যে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিখায় এবং তাদের সাথে দয়াময় আচরণ করে এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেয় (যেমন তাদের বিবাহ হয়ে যায়) তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। **নবী**র এই ইরশাদ শুনে এক সাহাবী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি কোন ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তান লালন পালন করেন? তখন ইরশাদ করেন: তার জন্যও এরূপ প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন) এমনকি লোকেরা যদি (একজনের) কথা বলতো তবে **হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার সম্পর্কেও এরূপ ইরশাদ করতেন।

(শরহে সুন্নাহ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাব সাওয়াব কাফিলিল ইয়াতিম, ৬/৪৫২, হাদীস নং-৩৩৫১)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: যখন কারো ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার ঘরে ফিরিশতা প্রেরণ করে, যারা এসে বলে: হে ঘরের সদস্যরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ফিরিশতারা সেই কন্যাকে নিজেদের পাখার ছায়ায় নিয়ে নেয় এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে যে, এটি একটি দূর্বল প্রাণ, যা একটি দূর্বল প্রাণ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, যে ব্যক্তি এই দূর্বল প্রাণের লালন পালনের দায়িত্ব নেবে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য সর্ববাস্থায় তার সাথে থাকবে।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফিল আউলাদ, ৮/২৮৫, হাদীস নং-১৩৪৮৪)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু নিজের বাণী দ্বারা কন্যা সন্তানের সত্যিকার মর্যাদা প্রকাশ করেননি বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কর্ম দ্বারাও আমাদেরকে এটিই শিখিয়েছেন যে, একজন জ্ঞানী পিতার তার কন্যা সন্তানের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিৎ। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজের প্রিয় ও আদরের শাহাযাদী, শাহাযাদিয়ে কাউনাইন সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহের এক ঈমান তাজাকারী ঝলক প্রত্যক্ষ করি এবং নিজের ঈমানকে সতেজ করি:

হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا যখন **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্নেহময় খেদমতে উপস্থিত হতেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত ধরে তাতে চুমু দিতেন, অতঃপর তাঁকে নিজের বসার স্থানে বসাতেন। এমনিভাবে যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন তিনি দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেতেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের বসার স্থানে বসাতেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা'জা ফিল কিয়াম, ৪/৪৫৪, হাদীস নং-৫২১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক দ্বারা জানতে পারলাম, কন্যা সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও দয়া করা এবং তাদের খুশি রাখা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় সুন্নাতে মোবারাকা, সুতরাং মাতাপিতার উচিৎ যে, তারা যেন কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়াতে দুঃখিত হওয়া, তাদেরকে লজ্জার কারণ মনে করা, মন ছোট করা বা বংশের ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার পরিবর্তে তাদের সাথে স্নেহ ও ভালাবাসা সূলভ আচরণ করা, তাদের বৈধ চাহিদার সম্মান করা, যথা সম্ভব তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করা, একনিষ্ঠ অন্তরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং লালন পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করে এর প্রতিদান স্বরূপ অর্জিত আখিরাতের সাওয়াবের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কন্যা সন্তানের গুরুত্বকে বাড়াতে এবং তাদের অধিকার প্রদানের মানসিকতা দিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, আপনিও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী কাফেলায় সফর করা"**। মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে যেমনিভাবে ইলমে দ্বীন শেখার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায় তেমনি সমাজের এমন ব্যক্তি পর্যন্ত **"নেকীর দাওয়াত"** পৌঁছানোরও সৌভাগ্য নসীব হয়, যারা ইলমে দ্বীন থেকে দূরে এবং অজ্ঞতার কারণে গুনাহের ঘূনিপাকে আবদ্ধ হয়ে আছে, যারা দ্বীনে ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে নারীদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করছে, মাদানী কাফেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে; বেনামাযীদের নামাযের দাওয়াত দিয়ে তাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দিকে মসজিদে হাজির করানোর চেষ্টা করা, মাদানী কাফেলার আরো একটি উদ্দেশ্য মসজিদ সমূহ পূর্ণ করাও এবং মসজিদ পূর্ণকারীদের সম্পর্কে হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছেঃ নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র ঘরকে আবাদকারীরা হলো প্রকৃতপক্ষে **আল্লাহ্** ওয়ালা। (মু'জামুল আওসাত, ২/৫৮, নম্বর-২৫০২) আসুন! মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

বুকের ব্যথা দূর হয়ে গেলো

পাক্কা কালআ, যমযম নগর, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপঃ হঠাৎ আমার বুকে ব্যথা শুরু হলো। যখন ঔষধে কোন উপকার পেলাম না তখন বাবুল মদীনা করাচী এসে জিন্নাহ হাসপাতালে বুকের অপারেশন করালাম। কিন্তু ব্যথা দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বেড়ে গেলো, ব্যথার অসংখ্য ঔষধ ব্যবহার করলাম, কিন্তু কোন উপকার পেলাম না। অবশেষে এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদি কৌশিশের ফলে আশিকানে রাসূলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরে যাত্রা করলাম। মাদানী কাফেলায় কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করলাম না এবং কোন খাবারে সংযমীও ছিলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** আমার রোগটি দূর করে দিলেন।

www.dawateislami.net

হে শিফা হি শিফা, মারহাবা! মারহাবা!
আ'কে খুদ দেখ লেঁ, কাফেলে মে চলো।
দিল মে গর দরদ হো ডর সে রুখ যরদ হো,
পাওগে ফরহতেঁ কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামে মায়ের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নারী মায়ের রূপে সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যার অস্থিত্বই হচ্ছে বরকতে কারণ, যে হচ্ছে ঘরের সৌন্দর্য্য, ঘরের শান্তি যার মাধ্যমেই বজায় থাকে, যার দিকে ভালবাসা সহকারে তাকালে কবুলকৃত হজ্বের সাওয়াব পাওয়া যায়, যার সেবা করা **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম এবং যার অবর্তমানে ঘরকে উজাড় হওয়া বাগানের মতো মনে হয়, তারই কোলে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মতো মহান ব্যক্তিত্বরা জন্ম নিয়েছে, মায়ের দয়ার কোন সীমা নেই, মা কষ্টে ধৈর্য ধারন করেন, মা সন্তানের চাহিদার নিকট নিজের চাহিদাকে বিলীন করে দেন, মা সন্তানের জন্ম, দুধ পান করানো, তার শিক্ষা দীক্ষা এবং রাত জাগার মতো কষ্ট সহ্য করে থাকে। মা ক্ষুধার্ত ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু সন্তানকে ক্ষুধার্ত ঘুমুতে দেন না, মোটকথা সন্তানের সুখের জন্য সবকিছু সহ্য করে নেয়, কিন্তু আফসোস যে, এর বদলে তার শুধু দুঃখ ও কষ্টই অর্জিত হয়, মায়ের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে এবং তাকে প্রতিটি যুগে সফলতার সোপান বানিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বিশেষকরে বৃদ্ধা বয়সে তার সাথে যে আচরণ করা হয় তা কল্পনা করলেও শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় (اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ) সুতরাং ইসলামই এই দুঃখ দূর্দশাগ্রস্থ মায়েদের দুঃখ লাঘবের জন্য সর্বপ্রথম সত্যের বাণী ঘোষণা করে এবং দুনিয়াকে জানান দেয় যে, মা হচ্ছে সেই সম্মানিতা ব্যক্তিত্ব, যার অধিকার আদায় করা ছাড়া কোন গতি নেই, **রব তাআলার** সন্তুষ্টি মায়ের সন্তুষ্টিতেই লুকায়িত, মানুষ যতই বড় মর্যাদা ও পদে পৌঁছে যাক না কেন, মায়ের আনুগত্য ও বাধ্যতা থেকে অব্যহতি পেতে পারে না। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মায়ের শান ও মহত্ব সম্পর্কে একটি হাদীসে পাক শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রের হকদার কে?

এক ব্যক্তি **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার সদাচরনের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আবারো আরয করলো: এরপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। তৃতীয়বার আরয করলো: এরপর কে? তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবারও তা-ই ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আবারো আরয করলো: এরপর কে? তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার পিতা। (বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু মান আহাক্কুন নাস..., হাদীস নং-৫৯৭১, ৪/৯৩)

আহত আঙ্গুল

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: তীব্র শীতের এক রাতে আমার মা আমার নিকট পানি চাইলেন, আমি গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন মায়ের ঘুম এসে গিয়েছিলো, আমি জাগানো উচিৎ মনে করলাম না, পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এ অপেক্ষায় মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম যে, তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করবো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলো এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলের উপর এসে জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছিলো। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস পেশ করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হলো, তখন এর চামড়া ছিড়ে গেলো এবং রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো, আম্মাজান দেখে বললেন: “এটা কিভাবে হলো?” আমি পুরো ঘটনা আরয করলাম, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্**! আমি তার উপর সন্তুষ্ট তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো। (সামুদ্রিক গুম্বুজ, ৫ম পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه মাতাপিতার আনুগত্য ও বাধ্য এবং তাদের ভালবাসাকে জাগাতে কতই না সুন্দরভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়া করছেন যে,

মুত'ই আপনে মাঁ বাপ কা কর মে উন কা,
হার ইক হুকুম লা'ওঁ বাজা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

“সামুদ্রিক গুম্বুজ” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে মায়ের শান ও মহত্ব এবং অবস্থান ও মর্যাদা কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর যে, কেউ লাখো চেষ্টা করুক না কেন কিন্তু তবুও এই মহান ব্যক্তিত্বের হক আদায় করতে পারবে না, নিশ্চয় এটি ইসলামেরই অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে খুবই মহান এক অনুগ্রহ এবং মায়েদের জন্য গর্বের বিষয়।

উৎসর্গীত হয়ে যান! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর প্রতি, যিনি মুসলমানদের অন্তরে মায়ের গুরুত্বকে জাগ্রত করতে একটি খুবই সুন্দর রিসালা **“সামুদ্রিক গুম্বুজ”** নামে লিপিবদ্ধ করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় তিনি মাতাপিতা বিষেশকরে মায়ের অধিকার, তাদের গুরুত্ব, তাদের আনুগত্য ও অবাধ্যতা কারীদের ঘটনাবলী এবং এসম্পর্কীত আয়াতে করীমা ও হাদীসে পাক একত্রিত করেছেন, আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন, নিজে পড়ুন এবং অধিকহারে বন্টন করার ব্যবস্থা করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই রিসালাটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

ইসলাম ধর্মে বোনের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে ইসলাম মায়ের অধিকার নির্ধারণ করেছে, তেমনিভাবে ইসলাম আপন বোনের অধিকারও স্পষ্ট করেছে এবং ইসলামের অনুসারীদেরকে আপন ও দুধ-বোনের সাথেও সদাচরন করার শিক্ষা দেয়, কেননা বোনরাই ভাইদের খুঁতখুঁতে স্বভাব সহ্য করে, তাদের আবদার পূরণ করে, দুঃখ-সূখের মুহুর্তে ভাইদের সহায় হয়, মায়ের মৃত্যুর পর ঘরের সকল কাজ নিজের দায়িত্বে নিয়ে মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না, আর জাহেলিয়্যতের যুগে তাদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করা হতো, যেমন ইসলামের পূর্বে আপন বোনের সাথে বিবাহের মতো সামাজিক নিন্দনীয় কাজের প্রচলন ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা** তা সর্বদার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّھٰتُکُمْ وَ بَنٰتُکُمْ وَ اَخَوٰتُکُمْ (**কানযুল**

www.dawateislami.net

ঈমানের অনুবাদ:) হারাম হয়েছে তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণ ও কন্যাগণ এবং বোনগণ। (পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ২৩) উম্মতের সবচেয়ে বড় **কল্যাণকামী, আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভাইদেরকে বোনদের সম্মানের রক্ষক বানিয়ে ইরশাদ করেন: "যার তিনজন কন্যা বা তিনজন বোন বা দু'জন কন্যা বা দু'জন বোন থাকে এবং সে তাদের সাথে সদাচরণ করলো আর তাদের সম্পর্কে **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করতে থাকে তবে সে জান্নাত পাবে।" (তিরমিযী, ৩/৩৬৭, হাদীস নং-১৯২৩) বরং অপর স্থানে তো চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে এইরূপ হৃদয় মাতানো সুসংবাদ শুনান যে, "এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে আমার সাথে থাকবে।"

(মুসনাদে আহমদ, ৪/৩১৩, হাদীস নং-১২৫৯৪)

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কর্ম দ্বারা নিজের দুধ-বোন হযরত শেয়মা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھَا এর সাথে এমন সদাচরণ করেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দুধ-বোনের সম্মানে দাঁড়িয়ে গেছেন। (সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫/৩৩৩) নিজের চাদর মোবারক বিছালেন অতঃপর ইরশাদ করলেন: চাও! তোমাকে প্রদান করা হবে, সুপারিশ করো! তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (দালায়িলুন নবুয়াত, ৫/২০০) এরূপ উদাহরনীয় উদারতা প্রদর্শনের সময় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নয়ন থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: যদি ইচ্ছা করো, তবে সম্মানের সহিত আমার নিকট থাকো। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনজন গোলাম ও একজন দাসী, একটি বা দু'টি উটও প্রদান করেন। যখন জা'রানা নামক স্থানে আবারো **তাঁর** দুধ-বোনের সাথে সাক্ষাৎ হলো তখন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেষ আর ছাগলও প্রদান করেন। (সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫/৩৩৩)

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মায়মুনা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھَا কে ইরশাদ করেন: "নিজের দাসীকে তোমার বোনকে প্রদান করে আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে নাও, এতে তোমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪৪৯, হাদীস নং-১৮৫৫)

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُمَا নিজের ৯ জন বা ৭ জন বোনের শুধুমাত্র একমাত্র দায়িত্ববান, তাদের চুল আচঁড়ানো এবং উত্তম শিক্ষা প্রদানের জন্য একজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন।

(মুসলিম, ৫৯৩ ও ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৩৮ ও ৩৬৪১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দুধ-বোনের প্রতি কিরূপ স্নেহ ও মহানুভব ছিলেন যে, যেভাবে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সম্মানিতা বিবিগণ, মহিলা সাহাবীগণ এবং অন্যান্য খাদেমাদের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ সাথে সদাচরন করতেন এবং তাদের মনতুষ্টি করতেন, তেমনিভাবে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান এবং অনুগ্রহের ধারাবাহিকতা নিজের দুধ-বোনের সাথেও দেখার মতো ছিলো যে, যখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** দুধ-বোন হযরত শেয়মা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আগমনের খুশিতে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর মনতুষ্ট করেন এবং তাকে অনেক কিছু প্রদানও করেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কর্মে আমাদের জন্য নসীহতের মাদানী ফুল বিদ্যমান, কেননা আজ আমাদের মধ্যে অনেক ইসলামী ভাইয়ের বোন রয়েছে কিন্তু আমরা কি আমাদের বোনের সাথে ভালবাসা পূর্ণ আচরন করি? আমাদের বোনেরা কি আমাদের উপর সন্তুষ্ট? আমরা কি তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি? আমরা আমাদের বোনদের ধমকানো, মারধর বা গালাগালি তো করি না? আমরা কি আমাদের বোনদের খুশি করার ব্যবস্থা করি? আমরা তাদের নিজেদের ঘরে হওয়া অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিই নাকি দিই না? আমরা কি তাদের অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করি? ভাবুন একবার। যাহোক আমাদের উচিৎ, আমাদের ইসলামী শিক্ষাকে পাথেয় বানিয়ে নিজের বোনদের বিষয়ে স্নেহশীল ও মমতাময় ভাইয়ের মতো আচরন করি এবং নিজেকে এমন পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখি, যেখানে আমাদেরকে বোনের অধিকার প্রদানের পুরোপুরি মানসিকতা দেয়া হয়।

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আমাদেরকে অন্যান্য আত্মীয়দের পাশাপাশি বোনের সাথেও সদাচরন করার এবং তাদের অধিকার প্রদান করার মানসিকতা দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের তাবলীগে ১০০টিরও বেশি বিভাগের মধ্যে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এসব বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"**। এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে

www.dawateislami.net

ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে আমলদার বানানো এবং তাদের মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার প্রেরণা জোগানো, ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন যে, আহ! যদি অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণ নিজের হালকায় এই মাদানী ইনআমাতকে প্রসার করে, যেন প্রত্যেক মুসলমান নিজরে কবর ও আখিরাতের উন্নতির জন্য একে একনিষ্ঠতার সহিত আপন করে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্বের মহান নেয়ামত অর্জন করে নেয়। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, শুধু নিজেরাই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্ট করবো না বরং অপরকেও এর উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামে স্ত্রীর মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের পূর্বে সম্পদের জন্য পশু ও অন্যান্য মালপত্রের মতো স্ত্রীদেরও বন্ধক রাখা হতো।

(বুখারী, কিতাবুর রেহেন, বাবু রেহেনিস সিলাহ, ২/১৪৮, নম্বর-২৫১০)

এমনি সময় **বিশ্ব জগতের রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদলে ইসলামের আলো বিতরনকারী এমন এক সূর্য উদিত হলো, যিনি নারীদের শুধু অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেননি বরং পুরুষদের প্রতি তাদের অধিকার নির্ধারণ করেন। এটিই তো ইসলাম, যা বিবাহের মাধ্যমে নারীর সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্ককে পুরুষের অর্ধেক ঈমানের নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছে। এটিই তো ইসলাম, যা স্ত্রীদেরকে স্বামীর পক্ষ থেকে অর্জিত মোহরানা এবং বিধবা হলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী করেছে। ইসলাম শুধু এই ভাবনাকে রহিত করেছে যে, **"স্ত্রী হলো স্বামীর পায়ের জুতো"** বরং **আল্লাহ্ তাআলা** স্ত্রীদেরকে স্বামীর আরাম ও প্রশান্তির মাধ্যম বলে ইরশাদ করেছেন। (পারাঃ ২১, সুরা রোম, আয়াতঃ ২১)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীদের সম্পর্কে স্বামীদের আদেশ করেন: وَعَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ
কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করো।

(পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ১৯)

ইসলামই তো স্ত্রীদের সাথে সদাচরন কারীকে সবচেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা করেছে। যেমনটি **নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সে-ই, যে নিজের পরিবারের নিকট উত্তম এবং আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি নিজের পরিবারের জন্য উত্তম। (তিরমিযী, ৫/৪৭৫, হাদীস নং-৩৯২১)

হযরত সায়্যিদুনা হাকিম বিন মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি **নবীয়ে আকরাম, নুরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলো: স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি হক রয়েছে? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তুমি খাবে তবে তাকেও খাওয়াও, যখন তুমি পোষাক পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাও, তার চেহারায় মেরো না, তাকে কুৎসিত বলো না এবং (যদি বুঝানোর জন্য) তার থেকে আলাদা থাকারও প্রয়োজন হোক না কেন, তবে তা ঘরেই (আলাদা থাকা) ব্যবস্থা করো। (ইবনে মাজাহ, ২/৪০৯, নম্বর-১৮৫০)

জাহেলিয়্যতের যুগে এমনও হতো যে, স্বামী তার স্ত্রীর নিকট ধন-দৌলত চাইতো, যদি তারা দিতে অস্বীকৃতি জানাতো তবে কয়েক বছর পর্যন্ত **"তাদের নিকট না যাওয়ার"** শপথ করে নিতো। ইসলাম এই অত্যাচারকে মিটিয়েছে এবং এরূপ শপথকারীদের জন্য বছরের মেয়াদকে রহিত করে শুধুমাত্র চার মাসের মেয়াদ নির্ধারিত করেছে। মোটকথা ইসলামই তো সত্যিকার অর্থে স্ত্রীদেরকে সমাজে একটি আলাদা মর্যাদা প্রদান করেছে, তাদের অধিকার নির্ধারন করেছে এবং স্বামীদেরকে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়েছে, যদিও কখনো কারো স্ত্রী বদ মেজাজী বা মন্দ কথাবার্তা বলে ফেলে বা খাবার রান্না করতে কোন কিছুর হেরফের করে দেয় তবে স্বামীর উচিৎ যে, সে তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা, গালাগালি করা, তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া, বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া বা তালাক দেয়া ধমক দেয়ার পরিবর্তে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে সর্বদা ক্ষমা সুন্দর ভঙ্গিতে কর্ম সম্পাদন করা এবং একজন ভাল স্বামীর ন্যায় নিজের স্ত্রীর অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করা যে, এটিই সেই বস্তু, যার সম্পর্কে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি

www.dawateislami.net

স্ত্রী সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

তাম্বিহুল গা'ফিলিনে বর্ণিত রয়েছে: এক ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো। যখন সে তাঁর দরজায় পৌঁছলো তখন তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় কথা বলতে শুনলো। সেই ব্যক্তি একথা বলে ফিরে আসলো যে, আমি তো আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ইচ্ছায় তাঁর নিকট এসেছিলাম (কিন্তু) এই অবস্থা তো স্বয়ং তাঁর সাথেই হচ্ছে (সুতরাং তিনি কিভাবে আমার সমস্যা সমাধান করবেন?)। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে ডাকলেন এবং আসার কারণ জানতে চাইলেন। সে আরয করলো: আমি তো আপনার দরবারে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলাম, যখন আমি (আপনার সম্পর্কে) আপনার সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কথাবার্তা শুনলাম তখন (হতাশ হয়ে) ফিরে গেলাম। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে বললেন: আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কয়েকটি অধিকার রয়েছে (অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে আমি কয়েকটি উপকারীতা অর্জন করি) যার কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দিই: (১) সে আমার জন্য জাহান্নামের আড়াল স্বরূপ, তাঁর কারণে আমার অন্তর হারাম কর্ম থেকে বেঁচে থাকে (অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে আমি আমার নফসের চাহিদা থেকে প্রশান্তি লাভ করি আর এভাবেই হারাম কাজ থেকে বেঁচে যাই)। (২) যখন আমি আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাই তখন সে আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং আমার সম্পদের রক্ষক হয়ে যায়। (৩) আমার ধোপী, অর্থাৎ আমার কাপড় ধুয়ে দেয়। (৪) আমার সন্তানদের লালন পালন করে এবং (৫) আমার জন্য রুটি এবং খাবার রান্না করে। একথা শুনে সেই ব্যক্তি বললো যে, নিশ্চয় আমীর আমার স্ত্রী থেকে এরূপ উপকারীতা অর্জন করি যা আপনি করে থাকেন, কিন্তু আমি কখনো তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিনি, সুতরাং এখন থেকে আমীর ক্ষমা সুন্দর আচরণ করবো।

(তাম্বিহুল গাফিলিন, আবু হক্কুল মিরাআতি আলায যাওজ, ২৮০ পৃষ্ঠা)

বানা দো সবর ও রেযা কা পেয়কর, বনোঁ খোশ আখলাক এ্যয়সা সরওয়ার।
রাহে সদা নরম হি তবিয়্যত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের পক্ষ থেকে নারীদের প্রতি করা অনুগ্রহ এবং তাদের সমাজে প্রদানকৃত মর্যাদা সম্পর্কে কিছু ঝলক আপনারা শ্রবণ করুন।

☞ ইসলামের পূর্বে নারীদের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করা হতো।

☞ ইসলাম নারীদের উপর করা অত্যাচারের দরজা সব সময়ের জন্য বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে সমাজে সম্মানীতা ব্যক্তিত্ব বানিয়ে দিয়েছে।

☞ ইসলামই তো নারীদের অধিকার সংরক্ষণে সবচেয়ে বড় অগ্রদূত।

☞ ইসলামের পূর্বে কন্যা সন্তানকে অপয়া মনে করা হতো এবং তাদের জীবিত কবর দেয়া হতো।

☞ ইসলামই তো কন্যা সন্তানদের সাথে হওয়া অন্যায়কে নিঃশেষ করে তাদেরকে পরিপূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

☞ ইসলামই তো মায়ের অধিকারকে সমুজ্জ্বল **(Highlight)** করেছে এবং জানিয়ে দিয়েছে যে, মা হচ্ছে সেই সম্মানিতা ব্যক্তিত্ব, যার অধিকার আদায় করা ছাড়া গতি নেই।

☞ ইসলামই তো বোনদের অধিকার বর্ণনা করেছে এবং ভাইদেরকে তাদের সাথে সদাচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে।

☞ ইসলামই তো বিবাহের মাধ্যমে নারীদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে পুরুষের জন্য অর্ধেক ঈমান হিফাযতের মাধ্যম বলে ঘোষণা করেছে।

☞ ইসলামই তো স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কারীদেরকে সবচেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা করেছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সীনে তেরা সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,　　জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسۡمِ اللهِ تَوَكَّلۡتُ عَلَى اللهِ لَاحَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ **অনুবাদ: আল্লাহ্‌র** নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্‌র** উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্‌** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫) اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে, বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং **আল্লাহ্‌র** সাহায্যের আওতায় থাকবে। (২) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৩) **আল্লাহ্‌র** নাম নেওয়া ব্যতীত যেমন بِسۡمِ الله বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৪) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয়, যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيۡنَ (অর্থাৎ আমাদের ও **আল্লাহ্‌র** নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে **নবী** আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (শরহুস শিফা লিলকারী, ২/১১৮) (৫) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৬) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায় তবে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি (৭) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে (৮) কারো ঘরে গেলে সেখানকার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে সে মনকষ্ট পেতে পারে (৯) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে আর সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার স্বরূপ প্রদান করুন।

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১০১ মাদানী ফুল”** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১৬৩ মাদানী ফুল”** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আমায় জযবা দাও ইলাহী করতে থাকবো সফর,
সুন্নাত শিখার কাফেলাতে আমি যেন বার বার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কৃউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیۡ عِلۡمِ اللّٰہِ
صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلۡکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কৃউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net